Revised edition, dec 2020

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.-এর
নির্বাচিত বাণী সংকলন

প্রফেসর হযরতের মালফুযাত

সংকলন

মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ানুর রহমান
শিক্ষক, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

বাণী সংকলন **প্রফেসর হযরতের মালফুযাত**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮–২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
তৃতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৪২ / ডিসেম্বর ২০২০
দ্বিতীয় সংস্করণ ও দ্বিতীয় প্রকাশ : শাবান ১৪৩৯ / এপ্রিল ২০১৮
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩৯ / ০৪ মার্চ ২০১৮
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মাদ হাবীব, মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমান

ISBN : 978-984-92291-5-5

মূল্য : ৳ ২৪০ (দুই শত চল্লিশ টাকা মাত্র) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী ও ইলমী ব্যক্তিত্ব। তার দুনিয়া বিমুখতা, দ্বীন ও দ্বীনী ইলমের প্রচার ও প্রসারের জন্য পাগলপারা মেহনত, কুসংস্কার ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বর্জন করে শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর সার্বক্ষণিক আমল—ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদ্বারের জন্য এক উত্তম আদর্শ। তার ইখলাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বয়ানে যে অনুভূতি শ্রোতাদের অন্তঃকরণে ব্যাপৃত হয়, দীর্ঘ সময়ের অনেক আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী বক্তৃতায়ও তা হয় না। এ কিতাবে তারই কিছু বাণী সংকলন করা হয়েছে।

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে ইতিপূর্বে প্রফেসর হযরতের নির্বাচিত বাণী সংকলন *আত্মশুদ্ধির পাথেয়* প্রকাশিত হয়েছে। হযরতের ছোট ছোট কথা পাঠকদের ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছে। কিতাবটির পুনঃ পুনঃপ্রকাশনা থেকে এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সহজেই অনুমেয়। এরই ধারাবাহিকতায় *প্রফেসর হযরতের মালফুযাত* কিতাবটি প্রকাশিত হচ্ছে। হযরতেরই এক স্নেহাস্পদ, জনাব মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেব, কিতাবটি সংকলন করেছেন। উল্লেখ্য *আত্মশুদ্ধির পাথেয়* তারই সংকলন করা কিতাব। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। চাকুরির ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রফেসর হযরতের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেন। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও একাগ্রতার কারণে এই সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার এ চেষ্টাকে কবুল করুন। উল্লেখ্য, প্রফেসর হযরতের বড় সাহেবজাদা এবং খলীফা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ানুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম কিতাবটি অনুগ্রহ করে

সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে পরিপূর্ণভাবে এর বদলা দেন। এ কিতাবের উসিলায় আমাদের হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন।

এছাড়া অন্যান্য অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এই বইটির পাঠক, সংকলক, সম্পাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০৪ মার্চ ২০১৮

সংকলকের কথা

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ : عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সকল পবিত্রতা এবং প্রশংসা রাব্বুল ইজ্জতের জন্য, তার সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ, তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ, তার আরশের ওজন বরাবর, তার কলেমা সংখ্যার বরাবর। হে আল্লাহ সালাম ও শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের উপর। বিচার দিবসে তাকে অধিষ্টিত করুন সর্বোচ্চ নিকটশীল মর্যাদাপূর্ণ আসনে।

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বর্তমান সময়ের অন্যতম একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং বুযুর্গ। দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষ এক জটিল সময় পার করছে। তিনি এই দুঃসময়ে ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের জন্য ইসলামের পথে চলার তিনি এক অনুপম নমুনা এবং আলোকবর্তিকা।

কুরআনের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রফেসর হযরতের অন্যতম পাথেয়। তিনি প্রায়ই বলেন, 'হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকেন। তাহলে আপনি পথ খুঁজে পাবেন।' তিনি তার বয়ানে-আমলে কেবলই মকতব প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। একটি এলাকা তথা একটি দেশ ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে এই মক্তবের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এজন্যই তার শায়েখ হাফেজ্জী হুযুর রহ. বলতেন, 'আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হলে আটষট্টি হাজার গ্রামে আটষট্টি হাজার মকতব কায়েম করব।' আর হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এরও শায়েখ হযরত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, *'ইস যমানা মেঁ দ্বীনী মাদারেস কায়েম কারনেসে বাড় কার কোয়ি ইবাদত নেহি* মানে এ যামানায় দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে আগে বেড়ে আর কোনো ইবাদত (নফল) নেই।

বক্ষমাণ গ্রন্থটিকে প্রফেসর হযরতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মালফুযাত সংকলন করা হয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তি গঠনের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অপূর্ব সব কথা বলেছেন। বিভিন্ন বয়ান ও আলোচনা থেকে তা বাছাই করে সংকলন করা হয়েছে। সংকলনটি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ানুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম সম্পাদনা করে দিয়েছেন। মূলত এই মালফুযাত কুতুবুল আলম হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি আর মুহীউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির স্মৃতিরই অনুরণন। বার বার তাদের কথা হযরতের জবানে এসেছে।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রফেসর হযরতের মালফুযাত *আত্মশুদ্ধির পাথেয়* কিতাবের আদলেই সংকলন করা হয়েছে। প্রিয়তম অনুজ আদম আলীকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। তার অন্যতম প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর কিতাবাদি ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার সকল দ্বীনী খেদমতকে কবুল করুন। তার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও চেষ্টা ছাড়া এই কিতাব সুবেহ সাদেক স্পর্শ করত না। জনাব মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমানসহ আরও অনেকে এ কিতাবের প্রুফ সংশোধনে সহযোগিতা করেছেন। সবার শুকরিয়া আদায় করছি। হে আল্লাহ! জাযায়ে খাইর দিন সবাইকে। আমীন।

اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوٰى

وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ

হে আল্লাহ আমাকে ইলম দিয়ে ধনী করে দিন। ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা দিয়ে সজ্জিত করুন। তাকওয়া দিয়ে সম্মানিত করুন। আফিয়াত দিয়ে সৌন্দর্যময় করে দিন।

মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন
বাড়ি ২৬/ই, রোড ২০, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

০১ মার্চ ২০১৮

ভালোবাসি রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান, বজ্রপাত
ভালোবাসি তোমাকে, তোমার কথা বলা, চাহনী, স্নিগ্ধ হাসি
তোমার পদচিহ্নে বিস্ময়ের দৃষ্টি পড়ে থাকবে অনাগত কাল
আর তোমার কথাগুলো আলো ছড়াবে সূর্যের মতোই
সরব পৃথিবীতে তোমার নীরবতায়, বিচ্ছিন্নতায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

■১। হযরত বলেন, হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে কথা বলতেন কম, আমল করতেন বেশি। তিনি বলতেন, 'গুনাহ ছাইড়া দেন, সুন্নাত ধরেন।' সুন্নাত ধরেন—এর ব্যাখ্যায় বলতেন, 'একটা শ্বাসও যেন যিকির ছাড়া না যায়।' তার বাস্তব নমুনাও ছিলেন তিনি। কত সহজ কথা! মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তারই আরেক ভাই মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা) বাংলাদেশে এলেন। তিনি বার বার বলতেন, 'উপরের দিকে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে কি বলবে? *আল্লাহু আকবার* বলবে। নীচের দিকে সিঁড়িতে নামতে নামতে কি বলবে? *সুবহানাল্লাহ* বলবে। সমতল জমিনে কি বলবে? *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলবে।'

যিকিরের দুটো পর্যায়। একটা হলো অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহকে স্মরণ করা। ঠোঁট না নাড়া, জিহ্বা ব্যবহার না করা। আরেকটা হচ্ছে ঠোঁট ও জিহ্বা দুটোই ব্যবহার করা। একটা হচ্ছে মনে মনে *সুবহানাল্লাহ* বলা। অন্যটা হচ্ছে মুখে উচ্চারণ করে বলা। কোনটা ভালো? হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি পরিষ্কার বলতেন, যে যিকিরে ঠোঁট নড়ে, জিব নড়ে, মুখ কাজে লাগে—এই যিকির বড়।

কেননা অন্তরকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, প্রতিক্ষণে অবস্থান পাল্টায়। এই মুহূর্তে আপনার মনের মধ্যে আছে— আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; হাশরের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে। পর মুহূর্তে চলে গেছে অন্যদিকে—তাড়াতাড়ি যেতে হবে, বাসায় কি কাজ আছে! হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি পরিস্কার বলতেন, 'মৌখিক যিকির করেন।' আবার বলতেন, 'মুখ যিকির করেছ, কিন্তু অন্তর তো কখনো সদরঘাট, কখনো মতিঝিল ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাক! আপনার ঠোট, জিহ্বা—এগুলো তো যিকিরে লেগে আছে।'

■২। একবার হযরত সিএনজিতে আইইউটি থেকে উত্তরা ফিরছেন। এসময় ড্রাইভারের মোবাইল বেজে উঠল। কথা শেষ করে ড্রাইভার জানাল যে, সৌদি আরব থেকে তার কল এসেছিল। হযরত বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ বলো। কতদূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারলে।' ড্রাইভার আলহামদুলিল্লাহ বলল। ড্রাইভাবের পাশে তার এক বন্ধুও ছিল। সে কিছুই বলল না। হযরত তাকে ইশারা করে বললেন, 'তুমি আলহামদুল্লিাহ বললে

না?' সে বলে উঠল, 'কি আলহামদুলিল্লাহ বলব? এই মোবাইল তো আমেরিকানরা বানিয়েছে।' হযরত বললেন, 'তোমাকে বানিয়েছে কে?' সে বলল, 'আল্লাহ।' 'আমেরিকানদের বানিয়েছে কে?' 'আল্লাহ।' 'তাদের ব্রেন দিয়েছেন কে?' 'আল্লাহ।' এইবার সেই ছেলে বলে উঠল, 'এখন বুঝেছি স্যার। আলহামদুলিল্লাহ।'

■৩। হযরত বলেন, মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাংলাদেশে প্রথমবার এসে ধানমন্ডির এক বাসায় উঠলেন। সেখানে খাবার দেওয়া হয়েছে। দস্তরখানে ফার্সী কবিতা লেখা। সেখানে আল্লাহর নাম আছে। হযরত দেখে বলে উঠলেন, 'ইয়ে কেয়া হ্যায় (এটা কি)?' আল্লাহর নামকে এভাবে মাটিতে বিছিয়ে অসম্মান করা হচ্ছে বলে তিনি রাগ করলেন।

■৪। একবার হযরতের সঙ্গে মাদরাসার একজন ছাত্র ছিল। সঙ্গে হযরতের ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ মাসীহউর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ছিলেন। হযরত ছাত্রকে কুরআনের এক জায়গা থেকে তিলাওয়াত করতে বললেন। ইয়াদ না থাকাতে সে তিলাওয়াত করতে পারল না। তখন হযরত তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছাত্রের ইয়াদ পাকা করার ব্যাপারে ব্যবস্থাপত্র কী?' মাওলানা মাসীহউর রহমান সাহেব জবাবে বললেন, 'আমার উস্তাদ হযরত হাফেজ জাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ইয়াদ পাকা করতে হলে নফল নামাযে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।'

■৫। একবার একজন হযরতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত তাকে বললেন, এই সময়ে দুআ হচ্ছে,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

তোমার দ্বীন-ঈমান, আমানতদারী এবং তোমার হুসনে-খাতেমা (অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামের উপর অবিচল থাকা অবস্থায় মৃত্যু) আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি।

তারপর সালাম দিয়ে বিদায় নেওয়া।